দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...২৪ FEB 1990
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ৩ ...

১০

শিক্ষাঙ্গনে

নিরক্ষরতা দূরীকরণে আমাদের দায়িত্ব

আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দেশের প্রতি ২ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এই মহতী উদ্যোগের জন্য সরকার প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু পূর্বঘোষিত আগামী দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত হবে কি-না এটা দেশের লোককে ভাবিয়ে তুলেছে। কারণ, দু'হাজার সাল আসতে আর মাত্র ১০ বছর বাকী, এদিকে আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অর্থাৎ নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে পাঁচ বছর চলে যাবে। এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত কি করে হবে? তবে দেশের ব্যাপক নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি নিম্নোক্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে, প্রথমেই দেশে একটি বাস্তব গণমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

পুরাতন জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দ্রুত সংস্কার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে। শিক্ষা উপরণের মূল্য স্থিতিশীল রেখে দেশের শিক্ষিত জনশক্তিকে সার্বিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। সে জন্য স্কুল, কলেজ, বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের নিয়ে এলাকাভিত্তিক দল গঠন করে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান চালাতে হবে। সাপ্তাহিক ছুটি, রমজানের ছুটি, গ্রীষ্মের ছুটি, শীতের ছুটি প্রভৃতি ছুটির সময় নিরক্ষর লোকদের অক্ষর জ্ঞান দান করা যেতে পারে। আমাদের দেশে প্রায় দুই লাখের মত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন। এসব শিক্ষক তাদের নেতৃত্বে এলাকাভিত্তিক দল গঠনের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেন।

নিরক্ষরাতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের কাজে লাগানো যেতে পারে।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি যদি নিরক্ষরতা মুক্ত করার কর্মকাণ্ডে উপজেলা প্রশাসনকে সর্বোচ্চ তিন বছর মেয়াদী পরিকল্পনা করে কেবলমাত্র স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে সমস্ত সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের লাগানো যায় ও প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদকে নিজ নিজ এলাকায় নিরক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষর জ্ঞানদানের জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়, তাহলে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ অনেক সহজ হবে।

যদি উপজেলার শিক্ষিতরা অবসর সময়ে কাজের মধ্যে কমপক্ষে বছরে ৩০ জনকে নিরক্ষর মুক্ত করার দায়িত্ব নেন তবে তিন বছরে কোন উপজেলায় নিরক্ষর লোক খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না সন্দেহ। এছাড়া দেশের সকল ক্লাব, সংগঠন, স্বেচ্ছা সেবক প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছা শ্রমের মাধ্যমে অনুরূপভাবে শহর এবং গ্রাম অঞ্চলে এলাকাভিত্তিক উদ্যোগ নিলে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

—মোঃ ছাহিদুর রহমান